একক ১১ ❐ ক্যাটালগ কোড : রীতি ও পদ্ধতি

গঠন

১.১ প্রস্তাবনা
১১.২ ব্রিটিশ মিউজিয়াম
১১.৩ জার্মান কোড
১১.৪ কার্টার
১১.৫ এ. এ. কোড
১১.৬ এ. এল. এ. কোড
১১.৭ এ. এ. সি. আর
১১.৮ রঙ্গানাথন
১১.৯ অনুশীলনী
১১.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১১.১ প্রস্তাবনা

গ্রন্থাগারে ক্যাটালগ কোড ব্যবহার করা হয় দুইটি কারণে ; প্রথমত, একটি গ্রন্থাগারের ক্যাটালগের প্রকৃতি ও চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য নিরূপণ করার জন্য এবং ক্যাটালগ রীতির ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন গ্রন্থাগার যদি একই ক্যাটালগ কোড ব্যবহার করে, তবে একই পাঠক বিভিন্ন গ্রন্থাগারে একই পদ্ধতিতে বিন্যস্ত ক্যাটালগ দেখতে পাবেন। ফলে ক্যাটালগ ব্যবহারের পদ্ধতি তাঁর কাছে সহজবোধ্য হবে। ক্যাটালগগুলির মধ্যেও প্রস্তুতিকরণ এবং ব্যবহারের সমতা আনয়ন সম্ভব হবে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের গ্রন্থাগারগুলিতেও পাঠকদের ব্যবহারের জন্য ক্যাটালগ প্রস্তুত করা হত। সেই সময়কালে গ্রন্থাগারের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম ছিল এবং প্রতিটি গ্রন্থাগার নিজস্ব ক্যাটালগ পদ্ধতি ব্যবহার করত। মুদ্রণ পদ্ধতির বহুল ব্যবহারের ফলে বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশিত হল উনিশ শতকের প্রারম্ভে। গ্রন্থাগারের সংখ্যা এবং প্রতিটি গ্রন্থাগারে মুদ্রিত গ্রন্থের সংগ্রহ বিপুলভাবে বৃদ্ধিলাভ করল। এর ফলে ক্যাটালগ প্রস্তুত করার জটিলতা বৃদ্ধি হল এবং বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হল। প্রধান সমস্যা হল একক গ্রন্থাগারে ক্যাটালগের প্রস্তুতি ও ব্যবহারের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। সাধারণ ক্যাটালগ কোডের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হল।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হল ক্যাটালগ এন্ট্রির শীর্ষক। এন্ট্রির তথ্যসমষ্টি এবং তথ্যের পর্যায়ক্রম, এন্ট্রির বিন্যাসব্যবস্থার রীতি নির্ধারণে। এই সমস্যাগুলির সমাধানে সাধারণগ্রাহ্য রীতি পদ্ধতির রূপ নিয়ে বিবেচনা করা হয়। ক্যাটালগ যেহেতু পাঠকদের জন্য, সেই কারণে পাঠকদের ক্যাটালগ সন্ধানসূত্র নির্ণয় করার প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থসংগ্রহ সাধারণভাবে পাঠকদের কাছে উন্মুক্ত ছিল না, ফলে পাঠকদের ক্যাটালগ-নির্ভরতা ছিল অনেক বেশী। ক্যাটালগ এন্ট্রিগুলি যথাযথভাবে প্রস্তুত করা এবং রীতিসম্মত বিন্যাস করা না থাকলে পাঠকদের পক্ষে গ্রন্থ নির্বাচন সম্ভব ছিল না।

১১.২ ব্রিটিশ মিউজিয়াম

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের মুদ্রিত গ্রন্থবিভাগে কপিরাইট আইনের বলে বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ প্রতি বছরে সংগৃহীত হত। শিল্পবিপ্লব, বাণিজ্য বিস্তার ও সাম্রাজ্যবৃদ্ধির জন্য বিশালসংখ্যক গ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে সংগৃহীত হত। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার প্রসারের ফলে মুদ্রিত গ্রন্থের সংখ্যা বিপুল হারে বৃদ্ধিলাভ করেছিল। অতি দ্রুত গ্রন্থসংগ্রহের বৃদ্ধির ফলে ক্যাটালগ প্রস্তুত করার সমস্যা আরও জটিল হয়েছিল। গ্রন্থকার শীর্ষক পাঠকদের মধ্যে মুখ্য সন্ধানসূত্ররূপে গৃহীত হয়েছিল। ফলে গ্রন্থকার-শীর্ষক ক্যাটালগ পাঠক সমাজে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠল।

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ট্রাস্টিগণ ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির নতুন ক্যাটালগ প্রস্তুত ও প্রচারের জন্য মুদ্রিত ক্যাটালগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। স্যার এন্থনি প্যানিজী (Anthony Panizzi) তখন মুদ্রিত গ্রন্থবিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে ৯১ ধারাযুক্ত একটি ক্যাটালগ কোড প্রস্তুত করেন। অনেক আলোচনার পর সেই কোডটি গৃহীত হয় এবং ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে কোডটি মুদ্রিত হয়। ক্যাটালগ কোডটি ব্রিটিশ মিউজিয়াম রুলস বা ৯১ বিধিযুক্ত কোড নামে বিখ্যাত হয়। আধুনিক ক্যাটালগ কোডগুলির প্রথম বিধিযুক্ত প্রয়াস হিসাবে এই কোডটির গুরুত্ব অপরিসীম। এই কোডটি পরবর্তী কোডগুলিকে দিকনির্দেশ করেছে এবং সব দিক দিয়ে প্রভাবিত করেছে। পূর্ণ ক্যাটালগের প্রামাণিকতা এবং নির্ভুলতার জন্য তিনি গ্রন্থের আখ্যাপত্রকে সম্পূর্ণভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। ক্যাটালগ কোডের আধুনিকতার সূত্রপাত হয়েছিল এই কোডেই। এই কোডে কেবল মুদ্রিত গ্রন্থ নয়, মানচিত্র এবং সঙ্গীতসংগ্রহের জন্যই নিয়মবিধি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

ব্রিটিশ-মিউজিয়াম কোড আভিধানিক ক্যাটালগের বর্ণানুক্রমিক রীতি অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছিল। মূল গ্রন্থকারের নামে মুখ্য এন্ট্রি এবং অন্যান্য শীর্ষকে অতিরিক্ত এন্ট্রির পদ্ধতি গৃহীত হয়েছিল। সেই সময়ে বিষয় ক্যাটালগের গুরুত্ব ছিল না। বর্ণানুক্রমিক এন্ট্রিগুলির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনে ক্রশ-রেফারেন্স (Cross reference) করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী কোডগুলির নিয়মসূত্র এবং বিধিবদ্ধতা এই কোড থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এই কোডে বিধিনিয়মগুলি সুবিন্যস্তভাবে আছে। আখ্যাপত্রকে ভিত্তি করে মুখ্য এন্ট্রি করার শীর্ষক হবে। এন্ট্রিগুলির তথ্যসমষ্টি, অন্যান্য এন্ট্রির শীর্ষক এবং রেফারেন্সের ব্যবহার সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বিধি আছে। পরবর্তীকালে সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নামে 'Corporate body' মুখ্য এন্ট্রির শীর্ষক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। তারও ভিত্তিভূমি এই কোড।

১০.৩ জার্মান কোড

প্রাসিয়ান ইন্সট্রাকশানস' ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত জার্মান কোড। জার্মানির রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারগুলির ইউনিয়ন ক্যাটলগ প্রস্তুত করার জন্য এই কোড ব্যবহৃত হয়। জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার গ্রন্থাগারগুলিতে এই কোড ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে এই কোডের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। এই কোডের কোনো প্রভাব পরবর্তীকালের কোডে পড়েনি কিন্তু ইউনিয়ন ক্যাটালগের প্রথম কোড হিসাবে ইউরোপীয়ান দেশগুলির কোডে কিছুটা প্রভাব পড়েছে।

১১.৪ কার্টার

চার্লস এ. কার্টার-এর 'রুলস ফর এ ডিক্‌স্‌নারী ক্যাটালগ' প্রথম প্রকাশের তারিখ হিসাবে উনিশ শতকের কোড। প্রথম প্রকাশকাল ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দ। তখন ২৫টি বিধি ছিল। চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর এক বছর পরে। এই কোডের চিন্তাভাবনা এবং নিয়মবিধি যথার্থ অর্থে 'আধুনিক' এবং বিংশ শতকের গুণসম্পন্ন। কোডে ৩৬৯টি বিধি আছে। কার্টারের কোডে আধুনিক ক্যাটালগ কোডের সবগুলি বিষয় আলোচিত হয়েছে। এর মধ্যে আছে বিস্তারিতভাবে গ্রন্থকার এন্ট্রি, গ্রন্থনাম এন্ট্রি, মুখ্য এন্ট্রি ও অতিরিক্ত এন্ট্রির বিবিধ শ্রেণীবিভাগ, বিষয়-শীর্ষক এন্ট্রি এবং ক্যাটালগ এন্ট্রির তথ্যবিন্যাস ও বিশদ বিবরণ। ক্যাটালগ প্রস্তুত করার যাবতীয় বিষয় এর মধ্যে নির্দেশিত হয়েছে। প্রতিটি ক্যাটালগ বিধির প্রয়োগ রীতি, সমস্যার সমাধান এবং বিশ্লেষণের জন্য বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে।

ক্যাটালগ বিধি প্রণয়নে এবং সামগ্রিকভাবে ক্যাটালগ কোডের প্রয়োগে কার্টারের বাস্তবানুগ চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর মতবাদ ছিল যে ক্যাটালগ ক্যাটালগের জন্য নয়, পাঠকের জন্য। গ্রন্থাগার ক্যাটালগ পাঠকদের ব্যবহারের উপযোগী করতে হবে। পাঠকদের সন্ধানসূত্রকে তিনি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল 'Convenience of the user should be preferred to the ease of Cataloguer' এবং তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে অনন্য কোড স্রষ্টার জন্য স্থান দিয়েছে। সেই কারণে তিনি গ্রন্থকার নামের 'best known' বিধি এবং বিষয়-শীর্ষক নির্বাচনে 'Customary use of the names of subjets'-এর উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। ক্যাটালগ কোডের মধ্যে তিনি এমন ব্যবস্থা করেছেন, যাতে কোনো বিশেষ গ্রন্থকারের একটি বিশেষ গ্রন্থ, একজন গ্রন্থকারের সবগুলি গ্রন্থ, একটি গ্রন্থের সবগুলি সংস্করণ এবং একটি বিষয়ের উপর সবগুলি গ্রন্থ যেন বর্ণানুক্রমিকভাবে ক্যাটালগের মধ্যে নির্দেশিত হয়। একটি মূল গ্রন্থভিত্তিক সবগুলি গ্রন্থের এন্ট্রি একত্রে বিন্যাস করার ব্যবস্থা তাঁর কোডে রাখা হয়েছে।

কার্টারের কোডে কর্পোরেট বডির ব্যাপকতা অনেক বেশি। তিনি কর্পোরেট বডির বিভিন্ন শ্রেণীবিন্যাস করে ক্যাটালগ করার সমস্যা এবং সমাধানের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর ক্যাটালগ কোড যথার্থই আভিধানিক ক্যাটালগ প্রস্তুত করার উপযোগী কোড। কোডের বিধিনিয়মকে শ্রেণীবিভাগকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন।

১১.৫ এ. এ. কোড

সাধারণভাবে এ. এ. কোড (Anglo-Americal Code) নামে পরিচিত হলেও এই ক্যাটালগ কোড অ্যাংলো-আমেরিকান কোড বা জয়েন্ট কোড নামেও পরিচিত। কোডটি ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। আমেরিকান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন এবং লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন, লন্ডন যুগ্মভাবে একটি ক্যাটালগ কোড করার পরিকল্পনা করে। ইংরেজী ভাষাভাষী দেশগুলির জন্য এই কোড ক্যাটালগ এন্ট্রি প্রস্তুত পদ্ধতি এবং বিন্যাসে সমতা আনয়ন করতে পারে। এই কোডটি বিংশ শতকের সাত দশকব্যাপী বহুদেশের গ্রন্থাগারে ব্যবহৃত হয়েছে।

ভ্যাটিকানে পোপের ধর্মীয় গ্রন্থাগারের জন্য ইটালীয় ভাষায় আভিধানিক ক্যাটালগ কোড প্রস্তুত করা হয়েছিল ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে। এটি ভ্যাটিকান কোড নামে খ্যাত। পরে এর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এই কোডের পরিসীমা খুবই ব্যাপক। ৫০০ বিধিনিয়মসঞ্চলিত ৪০০ পৃষ্ঠার এই কোড ক্যাটালগ প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সকল সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করা হয়েছে।

১১.৬ এ. এল. এ কোড

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে গ্রন্থপ্রকাশের বৈচিত্র্য এবং আধিক্য এ. এ. কোডের কঠোর নিয়মবিধি মেনে সমস্যাগুলির সমাধান সহজ ছিল না। দুটি লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন মিলিতভাবে নতুন কোড প্রস্তুত করতে চেয়েছিল। ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত আলোচনা ও মত বিনিময় করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য ব্রিটিশ গ্রন্থাগারিকদের পক্ষে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। আমেরিকান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন এককভাবে ক্যাটালগ কোড প্রস্তুত করে। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন এককভাবে কোডের প্রথম খসড়া প্রকাশ করে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথম সংস্করণের ১৭৪টি বিধিনিয়ম পরিবর্ধিত হয়ে ৩৭৫ সংখ্যক হয়েছিল।

এ. এল. এ কোডের নিয়মনীতির সংখ্যাধিক্য নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছিল। কারণ নিয়মবিধির সংখ্যাধিক্য হলে কোডের কার্যকারিতা হ্রাস পাবে এবং ক্যাটালগ প্রস্তুত করা জটিল এবং সমস্যাসঙ্কুল হবে। পাঠকদের কোনো সুবিধা হবে না। স্যেমুর লুবেস্কি (Seymour Lubetzky) এই কোড বিবেচনার জন্য নিযুক্ত হন। তিনি এই কোডের কঠোর সমালোচনা করেন। এ. অসবর্ন্ (A. Osborn) এবং লুবেস্কির সমালোচনার ফলে ক্যাটালগ কোড সম্পর্কে নতুন চিন্তাভাবনার সূত্রপাত হয়।

১১.৭ এ. এ. সি. আর--

ক্যাটালগ কোডের নীতিসমূহ আলোচনার জন্য International Federation of Library Associations (IFLA) প্যারিসে আন্তর্জাতিক সম্মেলন করে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে। এটি International Conference on Cataloguing Principles (ICCP) নামে বিখ্যাত। এই কনফারেন্সে ১২টি নীতি গ্রহণ করা হয় ক্যাটালগ কোড প্রণয়নে। এই নীতিসমূহ ভিত্তি করে ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে Anglo-Americal Cataloguing Rules, British Text (A A C R I) প্রস্তুত করা হয়। আমেরিকার গ্রন্থাগারগুলির জন্য কিছু কিছু সংযোজন ও পরিবর্তন করে North Americans Text প্রকাশিত হয়। এই কোডের দ্বিতীয় সংস্করণ AACRII প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে। এই সংস্করণ মূলত কম্পিউটারভিত্তিক ক্যাটালগ প্রস্তুত করার জন্য।

১১.৮ রঙ্গনাথন

এস. আর. রঙ্গনাথন তাঁর ক্ল্যাসিফায়েড ক্যাটালগ কোডে (Classified Catalogue Code) ক্যাটালগ প্রস্তুতকরণের নিয়মবিধি দিয়েছেন। তার মধ্যে ক্যাটালগ করার সূত্রাবলী, নিয়মবিধি এবং প্রয়োগ পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। ক্যাটালগ প্রস্তুত করার নিয়মবিধিগুলি এই বিষয়ে দিক নির্দেশক। সুনিশ্চিত-করণ নিয়মবিধির (Canon of Ascertainability) তাৎপর্য এই যে আখ্যাপত্রের তথ্য এবং অন্যান্য তথ্যের সাহায্যে গ্রন্থটিকে সুচিহ্নিত করতে হবে। কার্যকারিতাসম্পর্কিত নিয়মবিধি (Canon of Prepotince) নির্দেশ করে যে এন্ট্রিগুলির বিন্যাস পদ্ধতি যথাযথভাবে কার্যকরী হওয়া প্রয়োজন। কল নাম্বার অথবা বর্গীকরণ স্কীমের সঙ্কেতচিহ্ন এন্ট্রিগুলির বিন্যাস পদ্ধতির নিয়ন্ত্রক হবে। এককীকরণের নিয়মবিধি (Canon of individualisation) প্রতিটি ক্যাটালগ এন্ট্রিকে, এন্ট্রির শীর্ষককে এবং এন্ট্রির শীর্ষকে ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছকে নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করে।

ক্যাটালগের মাধ্যমে গ্রন্থের সন্ধান করতে হবে। সুনিশ্চিতকরণ নিয়মবিধি আখ্যাপত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। অনেক ক্ষেত্রে পাঠকের সন্ধানসূত্র আখ্যাপত্রের তথ্যের অনুরূপ না হতেও পারে। সেক্ষেত্রে কৃত শীর্ষক নিয়মবিধি (Canon of Sought Heading) প্রযোজ্য। বিশেষ ক্ষেত্রে ক্যাটালগার এমন একটি শীর্ষক নির্বাচন ও ব্যবহার করতে পারেন যা আখ্যাপত্রে প্রদত্ত তথ্যে নেই কিন্তু পাঠক সেই শীর্ষকের সন্ধান করবেন। এই ক্ষেত্রে ক্যাটালগের শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, পাঠকের প্রয়োজন সম্পর্কিত জ্ঞান তাঁকে সহায়তা করবে। কোন্ বিশেষ ক্ষেত্রে একটি বিধি প্রয়োগ করা হচ্ছে, তখন গ্রন্থটির সম্পর্কে বিবেচনা করতে হবে। এইসব ক্ষেত্রে পরিপ্রেক্ষিত নিয়মবিধি (Canon of Context) প্রযোজ্য। স্থায়ীকরণ নিয়মবিধির তাৎপর্য (Canon of Permanence) এই যে শীর্ষক শব্দ বা শব্দগুচ্ছের কোনোও পরিবর্তন ক্যাটালগ এন্ট্রিতে করা উচিত নয়। সাম্প্রতিক প্রচলন নিয়মবিধি (Canon of Currency) নির্দেশ করে। যে ক্যাটালগ এন্ট্রির শীর্ষকে এমন শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করা উচিত যার ফলে পাঠক সাম্প্রতিককালে ব্যবহৃত নূতন শীর্ষকে ক্যাটালগ এন্ট্রির সন্ধান পান। সমতা নিয়মবিধি (Canon of Currency) নির্দেশ করে যে ক্যাটালগ এন্ট্রির শীর্ষকে এমন শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করা উচিত যার ফলে পাঠক সাম্প্রতিককালে ব্যবহৃত নতুন শীর্ষকে ক্যাটালগ এন্ট্রির সন্ধান পান। বিশেষ করে বিষয়-শীর্ষকের ক্ষেত্রে এই বিধি প্রযোজ্য। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়মবিধি হচ্ছে সন্ধানসূত্র নিয়মবিধি (Canon of Recall Value)। ক্যাটালগ যেহেতু গ্রন্থাগার সংগ্রহের সামগ্রিক সন্ধানসূত্রগুলিকে একত্রিত করে এবং পাঠক ক্যাটালগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় এন্ট্রির সন্ধান করেন, সন্ধানসূত্র নিয়মবিধি যথাযথভাবে পালন না করলে ক্যাটালগের কার্যকারিতা হ্রাস পাবে এবং তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না।

১১.৯ অনুশীলনী

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন—

১। ক্যাটালগ কোডের প্রয়োজনীয়তা কী ?

২। ক্যাটালগ কোডগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

১১.১০ গ্রন্থপঞ্জি

1. Escreet, P. K .: Introduction to the Anglo-Americal Cataloguing Rules, 1974.
2. Quigg, P.: Theory of Cataloguing. London, 1971.
3. Ranganathan, S. R. : Classified Catalogue Code. London, 1964.
4. Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd rev.ed., Chicago, American Library Association, 1988.
5. Hoffman, Christe, F. B. : Getting ready for AACR-2 : The Cataloguer's Guide, New York, Knowledge Industry Publications, 1980.